

■ রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - রমাযানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

তারাবীহর নামাযের পদ্ধতি

মহানবী (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর রাতের নামায সাধারণভাবে একই নিয়ম-পদ্ধতির অনুসারী ছিল না। বরং তাঁর এই নামায ছিল একাধিক ধরনের একাধিক নিয়মের। নিম্নে সংক্ষেপে সেই সব নিয়মাবলী মুসলিমের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হলঃ-

- ১। তিনি ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। প্রথমে হাল্কা করে ২ রাকআত দিয়ে শুরু করতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতকে পূর্বের অপেক্ষা হাল্কা করতেন। এইভাবে ১০ রাকআত পড়ার পর পরিশেষে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন।[1]
- ২। তিনি কোন রাতে ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ৮ রাকআত নামায পড়তেন এবং সবশেষে এক সালামে ৫ রাকআত বিত্র পড়তেন। আর এই ৫ রাকআত বিত্রের মাঝে কোথাও বসতেন না এবং সালামও ফিরতেন না।[2]
- ৩। তিনি কোন রাতে ১১ রাকআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ১০ রাকআত পড়তেন এবং পরিশেষে ১ রাকআত বিত্র পড়তেন।[3]
- ৪। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। এক সালামে ৪ রাকআত, অতঃপর আর এক সালামে ৪ রাকআত। তারপর ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি রমাযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্র) নামায পড়তেন। বি

কিন্তু কোন কোন আহলে ইল্ম বলেন যে, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ৪ রাকআত নামায পড়তেন।' আয়েশার এই কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি ৪ রাকআত নামায একটানা একই সালামে পড়তেন। বরং তাঁর উদ্দেশ্য হল, তিনি ৪ রাকআত ২ সালামে পড়ে একটু আরাম করে নেওয়া তথা ক□√ন্তি দূর করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বসতেন। অতঃপর উঠে আবার ৪ রাকআত নামায পড়তেন। যেমন আয়েশার অন্য বর্ণনায় এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে; তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রাত্রে ১১ রাকআত নামায পড়তেন; এর প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরতেন।'[5]

পক্ষান্তরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আয়েশা (রাঃ) বিস্তারিত বর্ণনা দেননি, তবুও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি, "রাতের নামায ২ রাকআত ২ রাকআত" উক্ত কর্মের ব্যাখ্যা দেয়। আর বিদিত যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বিস্তারিত উক্তি তাঁর অস্পষ্ট কর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করে।



বলা বাহুল্য, এই ভিত্তির উপর বুনিয়াদ করে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, এক সালামে একটানা ৪ রাকআত নামায পড়া মকরহ অথবা হারাম।[6]

ে। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৮ রাকআত একটানা পড়তেন। কোথাও না বসে অষ্টম রাকআত শেষ করে বসতেন। তাতে তিনি তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন এবং এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। সবশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন।[7]

৬। কোন রাত্রে তিনি ৯ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৬ রাকআত একটানা পড়তেন। অতঃপর বসে তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ করে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন। তারপর এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। পরিশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। (ঐ)

৩ রাকআত বিত্র পড়লে ২ নিয়মে পড়া যায়; (ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে পুনরায় উঠে আর এক রাকআত পড়তে হয়। অথবা (খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে শেষ রাকআতে বসে তাশাহহুদ-দরূদ পড়ে সালাম ফিরতে হয়। এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মত ২টি তাশাহহুদ পড়া বৈধ নয়। কারণ, বিত্র নামাযেক মাগরেবের নামাযের মত করে পড়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং তেমন করে পড়া কমপক্ষে মকরুহ।[8]

প্রকাশ থাকে যে, ইমামের জন্য উত্তম হল, ২ রাকআত করে তারাবীহর নামায আদায় করা। কারণ, এই নিয়ম নামাযীদের পক্ষে সহজ। তাছাড়া জামাআতের কোন লোক হয়তো বা নিজের প্রয়োজনে ২, ৪, অথবা ৬ রাকআত পর বের হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম ৪, ৫, ৭ বা ৯ রাকআত একটানা পড়লে সে ফেঁসে যাবে। দেহ থাকবে মসজিদে, অথচ তার মন থাকবে বাথরুমে অথবা জরুরী কাজে। পক্ষান্তরে ২ রাকআত করে পড়লে এমনটি হয় না। অবশ্য সুন্নাহ বয়ান করার উদ্দেশ্যে যদি কোন কোন সময় ঐরূপ একটানা নামায পড়ে, তাহলে তা দোষাবহ নয়।[9]

উক্ত সংখ্যা চাইতে কম সংখ্যক রাকআত তারাবীহ পড়াও বৈধ। যেহেতু এ ব্যাপারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কর্ম ও নির্দেশ প্রমাণিত। তাঁর কর্মের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আবৃ কাইস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল কত রাকআত বিত্র পড়তেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো ৪ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন, কখনো ৬ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন, কখনো ১০ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন। অবশ্য তিনি ৭ রাকআত অপেক্ষা কম এবং ১৩ রাকআত অপেক্ষা বেশী বিত্র পড়তেন না।'[10]

আর এ ব্যপারে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, ''বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।''[11]

ফুটনোট

- [1] (মুসলিম প্রমুখ সালাতুত তারাবীহ আলবানী ৮৬পৃঃ দ্রঃ)
- [2] (আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম প্রমুখ ঐ ৮৯পৃঃ)



- [3] (আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, প্রমুখ, ঐ ৯০পৃঃ)
- [4] (বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮নং)
- [5] (মুসলিম ৭৩৬নং)
- [6] (স্বালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ৪-৬পৃঃ, আশশারহুল মুমতে' ৪/১৩, ৬৬-৬৭, ইবনে বায ফাসিঃ মুসনিদ ৮৭পৃঃ)
- [7] (আহমাদ, মুসনাদ ৬/৫৩-৫৪, ১৬৮, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী ৩০/৩০, সালাতুত তারাবীহ আলবানী ৯২পৃঃ)
- [8] (সালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৭পৃঃ, সাতাঃ আলবানী ৯৮পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ স্বালাতে মুবাশির ২/২৯০)
- [9] (সালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৭পৃঃ)
- [10] (আহমাদ, মুসনাদ ৬/১৪৯, আবৃ দাউদ, প্রমুখ, দ্রঃ সালাতুত তারাবীহ আলবানী ৮৩-৮৪পৃঃ)
- [11] (আবূ দাউদ ১৪২২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, সুনান, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৩০২, বাইহাকী ৩/২৭, মিশকাতুল মাসাবীহ ১২৬৫নং)

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4096

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন